Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল মাওয়া

রোলঃ 21500003216

১০ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল মাওয়া

রোলঃ 21500003216

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল মাওয়া, আইডিঃ 21500003216 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়নেঃ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

জান্নাতুল মাওয়া

(স্বাক্ষর)

জান্নাতুল মাওয়া

আইডিঃ 21500003216

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

১০ জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

১. ভূমিকা-7

২. পিতা-মাতার গুরুত্ব-8

৩. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও উত্তম আমল-9

৪. কুরআন ও হাদীসে পিতা-মাতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে-11

৫. মায়ের সেবায় অনন্য যিনি-17

৬. পিতা-মাতার দিকে শ্রদ্ধাভরে তাকানো কবুল হজের সমান-18

৭. পিতা-মাতার প্রতি করণীয়-19

৮. একটি হাজ্জ যাত্রা ও দুয়া কবুলের গল্প-20

৯. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান জান্নাত-23

১০. পিতা-মাতার খিদমতের পার্থিব পুরস্কার-24

১১. পিতা-মাতার বদলা-25

১২. জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা-26

১৩. পিতা-মাতার বদ দুয়াকে ভয় করুন-27

১৪. অমুসলিম পিতা মাতার প্রতি আচরণ-29

১৫. পিতা মাতার জন্য অর্থ ব্যয়-31

১৬. পিতা মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের করণীয়-32

১৭. পিতা মাতার জন্য দু'আ করা-33

১৮. পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা-36

১৯. পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব দের সাথে সদ্ব্যবহার-36

২০. অবাধ্য সন্তান জান্নাতের সুঘ্রাণ ও পাবেনা-40

২১. পিতা-মাতার নাফরমানি জান্নাতের পথে বাধা-41

২২. পিতা-মাতার নাফরমানদের ইবাদাত আল্লাহ কবুল করেন না-41

২৩. নাফরমান সন্তানের ধ্বংস অনিবার্য-42

২৪. পিতা-মাতার সাথে আচরণের লক্ষনীয় দিক-44

২৫. যে আফসোস রয়েই যাবে-46

২৬. তথ্যসূত্র-47

ভূমিকা

দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী শব্দ হলো পিতা-মাতা। মানুষের প্রধানতম ফরজ বা কর্তব্য হলো আল্লাহর উপর ইমান আনয়ন ও তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য। এরপরেই পারিবারিক কর্তব্য পালন শুরু হয়। একজন সন্তানের ক্ষেত্রে এই কর্তব্য পালনের সবচেয়ে উত্তম হক্বদার হলেন পিতা-মাতা। কারণ কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আছে,

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِا لْوَا لِدَيْنِ اِحْسَا نًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا
تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

"তোমার প্রতিপালক হুকুম জারি করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ‘ইবাদাত করো না, আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা তাদের উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে বিরক্তি বা অবজ্ঞাসূচক কথা বলো না, আর তাদেরকে ভৎর্সনা করো না। তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।"

(সূরা আল ইসরা আয়াত ২৩)

উক্ত আয়াতে আল্লাহর ইবাদাতের পরেই পিতা-মাতার সংগে সদ্ব্যবহার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। তারা বার্ধক্যে উপনীত হলে সাথের সাথে অসম্মানজনক আচরণ না করার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন মূলত আল্লাহর আদেশ মান্য করার অন্তর্ভুক্ত। পিতামাতাই পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় আপনজন। তাদের মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীতে এসেছি। তাঁদের ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না। তাই তাঁদের সন্তুষ্টি বিধান করা আমাদের একটি বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই প্রত্যেক সন্তানের উচিত তাদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সদা সচেষ্ট থাকা।

হাদিসে বর্ণিত আছে,পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা মাতার অসন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি (তিরমিজি-১৯০৪)

আল্লাহর পথে জিহাদ করা নবীগণের সুন্নাহ ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টির মাধ্যম। আল্লাহ। হাদিসে এসেছে, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরয করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার জিহাদে যাওয়ার খুব ইচ্ছা, অথচ আমার সেই সামর্থ্য নেই।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মাতা-পিতা কেউ বেঁচে আছে কি?' লোকটি বললো, 'আমার মা বেঁচে আছেন।' তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের সেবায় নিয়োজিত থেকে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করো। এটা যদি তুমি করতে পারো, তাহলে তুমি হজ ও উমরা এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারী হিসাবে পরিগণিত হবে।'

- (আত তারগিব ওয়াত তারহিব)

তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে হলে পিতা-মাতার সন্তুষ্টি আবশ্যক যা আমাদের জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দেবে ইনশাআল্লাহ।

পিতা-মাতার গুরুত্ব

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ " هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ " .

আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কী অধিকার আছে? তিনি বলেনঃ তারা তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম। (সুনানে ইবনে মাজাহ,৩৬৬২)

হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী পিতা-মাতার গুরুত্ব টা অতুলনীয়।কেননা,এখানে তাদের গুরুত্ব বোঝাতে জান্নাত-জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে। সামাজিক জীবনে তাদের গুরুত্ব তো রয়েছে ই,সেই সাথে পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের দিক থেকেও তাদের গুরুত্ব অপরিসীম।তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও আনুগত্য করে এবং সন্তুষ্ট রেখে সন্তান জান্নাতে নিজের ঘর তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে,তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা করে তাদের অসন্তুষ্টির কারণ হলে সন্তানের চিরস্থায়ী আবাসস্থল জাহান্নাম ও হতে পারে।

পিতা-মাতার গুরুত্ব বুঝতে আরেকটি হাদিসের বর্ণনা লক্ষ্য করা যাক,

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে,রাসুল ﷺবলেছেন,সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, পুণরায় অপমানিত হোক। আবারো অপমানিত হোক। লোকজন জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল সা.! কোন ব্যক্তি? তিনি বললেন যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতা উভয়কেই বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথবা কোনো একজনকে,অত:পর তাদের খিদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করলো না।

(মুসলিম শরীফের হাদিস)

আমাদের সবার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য থাকে জান্নাত। আর এই জান্নাত আমাদের ঘরেই, আমাদের পিতা-মাতার খিদমত। পিতা-মাতা এই দু'টি নিয়ামাত এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের জান্নাতে যাওয়া বা না যাওয়া নির্ভর করে পিতা-মাতার খিদমত,সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির উপর।তাই প্রত্যেকে তার পিতা-মাতা কে ততটা গুরুত্ব দিতে হবে যতটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ও আল্লাহর হাবিব সা. গুরুত্ব দিতে বলেছেন।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও উত্তম আমল

মা-বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার বা উত্তম আচরণ আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ-

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনে বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسٰنَ بِوَا لِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَا مَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِـوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে, (নির্দেশ দিচ্ছি) যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (তোমাদের সকলের) প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।"

(সুরা লোকমান : আয়াত ১৪)

আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে, 'আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে ঈমানের নেয়ামত লাভের কারণে; আর পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করতে হবে সন্তান-সন্ততিকে লালন-পালনের কারণে।

উলামায়ে কেরামগণের মতে, 'আল্লাহ তাআলার পর কৃতজ্ঞতা ও সদ্ব্যবহার (ইহসান ও শোকর) ভাল কাজের সম্পৃক্ততা, আনুগত্য ও মান্যতা পাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত মাখলুক হলো-'পিতা-মাতা'। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের ইবাদতের সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ত করেছেন তারা হলো পিতা-মাতা।'

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, 'সময় মতো নামাজ আদায় করা। আমি (আবার) বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, 'পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার।' (বুখারি)

প্রিয়নবির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় ইসলামের প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাজের পরপরই পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল।

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা-

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِا لۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِنۡدَكَ الۡكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُلۡ لَّهُمَا قَوۡلًا كَرِيۡمًا، وَا خۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحۡمَةِ وَقُلۡ رَّبِّ ارۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيۡ صَغِيۡرًا

'আর তোমাদের রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমাকের কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের সঙ্গে 'উফ' শব্দ ব্যবহার করবে না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং (দোয়া করে) বল, হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন; যেভাবে তারা শৈশবে আমাদের লালন-পালন করেছেন।'

(সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ২৩-২৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩ বার তাগিদের সঙ্গে বলেছেন, 'তার নাক ধুলামলিন হোক'। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো- হে আল্লাহর রাসুল! লোকটি কে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যে ব্যক্তি তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পেল অথবা তাদের যে কোনো একজনকে জীবিত পেল অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।' (মুসলিম)

সুতরাং নির্দিষ্ট করে কোনো কাজের কথা নয়; বরং এমন কোনো কাজ পিতা-মাতার সঙ্গে করা যাবে না। যে কথা বা কাজের দ্বারা পিতা-মাতার মনে কষ্ট আসতে পারে।

মনে রাখতে হবে,

- ‘পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহারের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। পিতা-মাতার মৃত্যুর কারণে যেন মানুষের এ সৌভাগ্য নষ্ট না হয়। তাই কোনোভাবেই পিতা-মাতার সঙ্গে নাফরমানি করা যাবে না। অন্যায় আচরণ করা যাবে না। যে আচরণের কারণে মানুষ হতভাগা হিসেবে পরিগণিত হবে।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করার মাধ্যমে তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে প্রিয় আমলকারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন

"কুরআন ও হাদিসে পিতা মাতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে"

মুসলিম ব্যক্তি তার উপর পিতামাতার অধিকারের ব্যাপারে বিশ্বাস করে, আরও বিশ্বাস করে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার, তাঁদের আনুগত্য ও তাঁদের প্রতি ইহসান করার আবশ্যকতার প্রশ্নে; এটা শুধু এ জন্য নয় যে, তাঁরা তার অস্তিত্ব ও জন্মের উপলক্ষ, অথবা তাঁরা তার জন্য এমন সুন্দর সুন্দর ও ভালো ভালো অবদান রেখেছেন, যা তাকে প্রতিদান স্বরূপ তাঁদের সাথে সেরূপ উত্তম আচরণ করতে বাধ্য করে, বরং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার আবশ্যকতার অন্যতম কারণ হল- আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের আনুগত্য করাকে ওয়াজিব (আবশ্যক) করে দিয়েছেন এবং সন্তানের উপর পিতামাতার আনুগত্য করা ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার বিষয়টিকে তিনি ফরজ করে দিয়েছেন, এমনকি তিনি বান্দা কর্তৃক একমাত্র তাঁর ইবাদত করার আবশ্যকীয় অধিকারের সাথে এ বিষয়টিকে সংযুক্ত করে দিয়েছেন; আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤ ﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

“আর তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ‘ইবাদত না করতে এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে ‘উফ্’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। আর মমতাবেশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।”[1]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤ ﴾ [لقمان: ١٤]

“আর আমরা মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ফিরে আসা তো আমারই কাছে।”[2]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যে প্রশ্নাকারে বলেন:

« مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِى ؟ قَالَ : « أُمُّكَ » . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أَبُوكَ » . (متفق عليه).

“আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন: তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: তারপর তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: তারপর তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: তারপর তোমার পিতা।”[3]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ » . (متفق عليه).

“আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেওয়া এবং কারও প্রাপ্য আটক করে অন্যায়ভাবে কোন কিছু নেওয়াকে; আর তিনি

তোমাদের জন্য অপছন্দনীয় করেছেন: অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করাকে।"[4]

তিনি আরও বলেন:

« أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، وَقَالَ : أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ , وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ , وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى (قَالَ أبو بَكْرَةَ) قُلْتُ : لَيْتَهُ سَكَتَ » . (متفق عليه).

"আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? আমরা বললাম: অবশ্যই সতর্ক করবেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তখন তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা— একথা বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে বসাছিলেন, এরপর (সোজা হয়ে) বসলেন এবং বললেন: মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া; মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং ক্রমাগত তিনি একথাগুলো বলে চললেন, এমনকি (বর্ণনাকারী আবূ বাকরা রা. বললেন) আমি বললাম: তিনি মনে হয় থামবেন না।"[5]

তিনি আরও বলেন:

« لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا ، فَيَشْتَرِيَهُ ، فَيُعْتِقَهُ » . (رواه مسلم).

"কোনো সন্তানই তার পিতার প্রতিদান আদায় করতে সক্ষম নয়; তবে সে যদি তাকে (পিতাকে) দাস অবস্থায় পেয়ে থাকে এবং ক্রয় করার পর আযাদ করে দেয় (তবে কিছুটা প্রতিদান আদায় হবে)।"[6]

আর আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

« سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : « الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا » . قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » , قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . (متفق عليه) .

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন আমল সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়? জবাবে তিনি বললেন: সময় মত সালাত আদায় করা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"[7]

এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করল, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করে বললেন:

« أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : « فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ » . (متفق عليه).

“তোমার পিতামাতা জীবিত আছে কি? সে বলল: হ্যাঁ, তিনি বললেন: তুমি তাঁদের নিকট অবস্থান কর এবং সাধ্যমত তাঁদের সেবা কর।”[8]

আর আনসারদের মধ্য থেকে একজন এসে বললেন:

« يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّهُمَا بِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، خِصَالٌ أَرْبَعَةٌ : الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا ، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا ، فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا » . (رواه أبو داود و أحمد).

“হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! পিতামাতার মৃত্যুর পরও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার দায়িত্ব আমার উপর অবশিষ্ট থাকবে কি এবং তা আমি কিভাবে করব? তিনি বললেন: হ্যাঁ, চারটি কাজ: তাঁদের জন্য দো‘য়া করা, তাঁদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাঁদের করা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা এবং তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা; আর তাঁদের এমন সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যাদের সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাদেরই কারণে। সুতরাং এটাই হল তোমার উপর তাদের মৃত্যুর পরে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার অবশিষ্ট দায়িত্ব।”[9]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

« إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ » . (رواه مسلم).

“কোনো ব্যক্তির পক্ষে সৎকাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সৎকাজ হল পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করা।”[10]

মুসলিম ব্যক্তি যখন তার পিতামাতার এ অধিকারের স্বীকৃতি দেয় এবং আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য ও নির্দেশের বাস্তবায়ন স্বরূপ তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে, তখন তার জন্য তার পিতামাতার ব্যাপারে নিম্নোক্ত আদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক:

১. তাঁদের দেয়া প্রতিটি আদেশ অথবা নিষেধের আনুগত্য করা, যদি তার মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্যতা ও তাঁর দেয়া শরী‘য়তের বিপরীত কিছু না থাকে; কেননা, স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না; তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ ﴾

[لقمان: ١٥]

“আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শির্ক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।”[11]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ » . (متفق عليه).

“আনুগত্য চলবে শুধু সৎকাজে।”[12]

তিনি আরও বলেন:

« لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ » . (رواه أحمد و الحاكم).

“স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।”[13]

২. তাঁদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া এবং মমতাবেশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করা; আর কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা; সুতরাং তাঁদেরকে ধমক দিবে না, তাঁদের কথার আওয়াজের উপর স্বীয় আওয়াজকে উঁচু করবে না, তাঁদের সামনে হাঁটবে না, তাঁদের উপর স্ত্রী ও সন্তানকে প্রাধান্য দিবে না, তাঁদেরকে তাঁদের নাম ধরে ডাকবে না, বরং আম্মু আব্বু বলে ডাকবে এবং তাঁদের অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া সফরে যাবে না।

৩. তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এমন প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেখানে তার হাত পৌঁছবে এবং যত রকমের সদ্ব্যবহার ও ইহাসান করার ক্ষমতা তার আছে, যেমন— তাঁদের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করা, তাঁদের

অসুস্থ জনকে চিকিৎসা করা এবং তাঁদের সর্বপ্রকার কষ্ট দূর করা; আর তাঁদের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেওয়া।

৪. তাঁদের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলা, তাঁদের জন্য দো'য়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাঁদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা এবং তাঁদের বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান করা।

রেফারেন্স—

[1] সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩ - ২৪

[2] সূরা লুকমান, আয়াত: ১৪

[3] বুখারী, হাদিস নং- ৫৬২৬; মুসলিম, হাদিস নং- ৬৬৬৪

[4] বুখারী, হাদিস নং- ২২৭৭; মুসলিম, হাদিস নং- ৪৫৮০

[5] বুখারী, হাদিস নং- ৫৬৩১; মুসলিম, হাদিস নং- ২৬৯

[6] মুসলিম, হাদিস নং- ৩৮৭২

[7] বুখারী, হাদিস নং- ৫০৪ ও ৬৫২৫; মুসলিম, হাদিস নং- ২৬৪

[8] বুখারী, হাদিস নং- ২৮৪২; মুসলিম, হাদিস নং- ৬৬৬৮

[9] আবূ দাউদ, হাদিস নং- ৫১৪৪; আহমাদ, হাদিস নং- ১৬১০৩

[10] মুসলিম, হাদিস নং- ৬৬৭৯

[11] সূরা লুকমান, আয়াত: ১৫

[12] বুখারী, হাদিস নং- ৬৮৩০; মুসলিম, হাদিস নং- ৪৮৭১

[13] আহমাদ ও হাকেম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং হাদিসটিকে সহীহ বলেন।

মায়ের সেবায় অনন্য যিনি

হুমায়ুন আইয়ুব: হজরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.) (৮০৪-৮৭৪ খ্রি.)। ইরানের বোস্তান শহরে জন্ম। তার নাম শোনেনি এমন লোক খুব কমই আছেন। মায়ের সেবা করে তিনি অনন্য হয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায়। এক রাতে হজরত বায়েজিদ পড়াশোনা করছিলেন। মা ডেকে বললেন, বাবা বায়েজিদ আমাকে এক গ্লাস পানি দাও। আমার খুব পিপাসা পেয়েছে। তিনি পানি আনতে গিয়ে দেখেন, ঘরের মশকে পানি নেই। পাশের কূপ থেকে মশক ভর্তি করে পানি এনে দেখলেন মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখনও ছিল শীতকাল। পানির গ্লাস হাতে নিয়ে সারা রাত মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলেন সন্তান বায়েজিদ। খুব ঠান্ডায় হাত যেন অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ফজরের আজানের আগে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে উঠেন বায়েজিদের মা। দেখেন বায়েজিদ তার মাথার পাশে পানির গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রশ্ন করলেন, বাবা বায়েজিদ তুমি আমার মাথার পাশে পানির গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তিনি বলেন, মা আপনি পানি চাইলে মশকে পানি না থাকায় পাশের কূপ থেকে পানি নিয়ে আসতে দেরি হয়ে যায়। এসে দেখি আপনি ঘুমাচ্ছিলেন। তাই আপনার কষ্ট হবে বলে ঘুম ভাঙ্গানোর চেষ্টা করিনি। আপনি কখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পানি খোঁজ করেন। আর যদি হাতের নাগালে পানি না পান হয়তো কষ্ট পাবেন, এ কথা ভেবে পানির গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বায়েজিদের কথা শুনে মায়ের আনন্দে বুক ভরে যায়। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে মা আল্লাহর দরবারে দুহাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার বায়েজিদকে **সুলতানুল আরেফীন** হিসাবে তোমার বন্ধুর দফতরে অতি মর্যাদার আসন প্রদান কর। সুলতানুল আউলিয়া হজরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.) বলেন, সেদিন মাতৃ হৃদয়ে সেই অকপট প্রাণখোলা দোয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল। ফলে আমার বর্তমান এ অবস্থা। কারণ মহানবী (সা.) বলেন, তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর দরবার থেকে ফেরত যায় না। মজলুম, মুসাফির, পিতা-মাতার দোয়া।

পিতা-মাতার দিকে শ্রদ্ধাভরে তাকানো কবুল হজের সমান

হাদিসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً "، قَالُوا: وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ: " نَعَمْ، اللهُ أَكْبَرُ وَأَطْيَبُ "

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, যখন কোন পিতা মাতার ভক্ত সন্তান নিজের পিতা মাতার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বদৌলতে তার জন্য [আমলনামায়] একটি হজ্জে মাবরূর [কবুল হজ্ব] এর সওয়াব দান করেন। সাহাবারা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দৈনিক একশবার দৃষ্টি করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারও। আল্লাহ মহান ও পবিত্র।

{শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৭৪৭২,

কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-৪৫৫৩৫,

মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং-৪৯৪৪}

পিতা-মাতার প্রতি করণীয়

সন্তানের ওপর পিতা–মাতার প্রতি ১৪টি হক বা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি তাঁদের জীবদ্দশায় আর সাতটি তাঁদের ইন্তেকালের পর।

জীবিত অবস্থায় ৭টি করণীয় কর্তব্য হলো—

১. সম্মান ও শ্রদ্ধা করা,

২. ভালোবাসা,

৩. মান্য করা,

৪. সেবাযত্ন করা,

৫. সুখ–শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা,

৬. প্রয়োজন পূরণ করা ও

৭. দূরে থাকলে দেখা–সাক্ষাৎ করা।

ইন্তেকালের পর ৭টি করণীয় হলো—

১. তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনামূলক দোয়া করা,

২. ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব রেসানি করা,

৩. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সম্মান করা,

৪. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সাহায্য–সহযোগিতা করা,

৫. তাঁদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করা ও তাঁদের কাছে কারও গচ্ছিত আমানত থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা,

৬. বৈধ অসিয়ত পূর্ণ করা ও

৭. কবর জিয়ারত করা।

একটি হাজ্জ যাত্রা ও দুয়া কবুলের গল্প

দিনটা ছিল ২৯ মে ২০২৩

আমার আব্বা আম্মার হাজ্জ যাত্রার শুরু।আনন্দশুরু। আনন্দ ও কষ্ট দুই মিশ্র অনুভূতি। আনন্দ এই জন্য যে আব্বা আম্মা হাজ্জে যাচ্ছেন ইনশাআল্লাহ। আর কষ্ট এই জন্য যে এই দুই নিয়া'মাহ ছেড়ে কখনো এত দিন থাকিনি। খুব দুয়া করছিলাম আল্লাহ যেন সব সহজ করে দেন। হাদিসে আছে,

الدعاء هو العبادة

দুয়া ই ইবাদাত।আব্বা ইবাদাত। আব্বা আম্মার জন্য দুয়া।এটাদুয়া। এটা মনে হয় দুনিয়ায় কিছু প্রশান্তিকর সুন্দর অনুভূতির অন্যতম একটি।আলহামদুলিল্লাহ। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রসংসা আল্লাহর। হাজী ক্যাম্পে পৌঁছানোর পরে লাস্ট কথা হয়েছিলো তখন প্লেনে উঠার আগে। দুয়া করছিলাম মনের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে। ইয়া রব,আব্বা আম্মা যেন সেই সিটেই বসে যেই সীটে বসলে আপনি খুশি থাকবেন। ইয়া আল্লাহ সফর টা সহজ করে দিন। উনাদের আপনি সুস্থ রাখুন। আপনার রহমতের চাদর দ্বারা ঢেকে রাখুন। অত:পর ২ দিন পেরিয়ে গেলো....

যেহেতু অন্য দেশে গিয়ে সীম কিনে কল দিতে হবে তাই একটু দেরি হচ্ছিলো। বার বার ফোনে তাকাতাম কল আসছে কিনা। দুয়া করছিলাম খুব।

কুরআন-এর একটা ভীষণ পছন্দের আয়াত হলো—

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَي الْخٰشِعِيْنَ ۙ

"তোমরা ধৈর্য্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর তা আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন।" (সূরা বাকারাহ : আয়াত ৪৫)

সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ জানালেন,আব্বা আম্মা সুন্দর ভাবে পৌঁছে গেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। তখনকার অনুভূতি টা আসলে লিখে প্রকাশ করা যাবেনা। নিশ্চয়ই আমার রব অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে ও পূর্ণ অবগত।

উমরাহ থেকে ফিরে এক বোন বলেছিলো রিয়াদুল জান্নাহ তে যেতে ফোনের এপ থেকে কাজ করতে হয়, সময় ও খুব একটা পাওয়া যায়না। খুব ভীড় সেখানে। দুয়া করছিলাম ইয়া রব, আপনি তো সব পারেন আমার আব্বা আম্মার জন্য সহজ করে দেন। ইয়া রব আপনি সময় সুন্দর ভাবে নির্ধারণ করে দেন। আলহামদুলিল্লাহ রব ফিরিয়ে দেন নি।কারণনি। কারণ আমার রব বলেন,

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ

فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

"যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে, আমি তো (তাদের) নিকটেই, আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই; সুতরাং তাদের উচিত আমার নির্দেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা সরলপথ প্রাপ্ত হয়।"

(সূরা বাকারাহ আয়াত ১৮৬)

আমার রব তো নিকটেই। আম্মা বলেছিলেন যে রিয়াদুল জান্নাহ তে উনারা অনেকটা সময় ছিলেন। সময় নিয়ে স্বলাহ আদায় করেছেন৷ আলহামদুলিল্লাহ। তেমনি হাজরে আসওয়াদ ধরার জন্য ও দুয়া করেছিলাম। রব তা ও কবুল করেছেন। অবশেষে ফেরার পালা। প্রত্যেক মুসলিম এর জন্য এই এক কষ্টদায়ক অনুভূতি। যে একবার কা'বা মাক্কা মাদিনা দেখেছে তার মন যেন সে সেখানেই ফেলে এসেছে। তবুও ফিরতে হয়।

ফেরার সময় আবার সেই ফোন অফ করেছিল আব্বা আম্মা। কল করেছেন প্লেনে ওঠার আগে। আমি আবার স্বলাহ পড়ছিলাম,সিজদাহ তে দুয়া করছিলাম,ইয়া রব সহজ করুন। দুয়া করা অবস্থায় হঠাতহঠাৎ ই মনে হলো ওখানের পরিস্থিতি যেন একটু প্রতিকূল। জানিনা কেন মনে হয়েছে। আমি খুব দুয়া করছিলাম ইয়া রব আমি জানিনা পরিস্থিতি কেমন। আপনি তো সব জানেন আমার মনের আশংকা টা দূর করে দিন। আবহাওয়া খারাপ হলেও আপনি ঠিক করে দিন। ছোট বাচ্চার মত দুয়া করেই যাচ্ছিলাম। আম্মার মুখ থেকে পরে শুনেছিলাম সেদিন নাকি উনাদের ফ্লাইট টাইম ৩ বার চেইঞ্জপরিবর্তন হয়েছে। কারণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিলো। আনুমানিক একটা টাইম ধরে বাংলাদেশী নাম্বারে কল দিচ্ছিলাম। নাহ,কল যায়না। অপেক্ষা করছিলাম,সেদিন যেন আর ঘুম আসছে না। একটু সংক্ষেপে যদি বলি আব্বা আম্মার হাজ্জ যাত্রার সংগীসঙ্গী যারা হবেন তাদের জন্য ও দুয়া করেছিলাম। আল্লাহ আব্বা আম্মার রুমে যারা থাকবেন তারা যেন অনেক ভালো হয়। রব আমার এই দুয়াটা আমার কল্পনার চেয়েও সুন্দর ভাবে কবুল করেছেন। আল্লহু আকবার। আমি আমার রবের দয়া দেখেছি। যেহেতু ৩ বার ফ্লাইট চেইঞ্জপরিবর্তন হয়েছে তাই আব্বা আম্মার বাংলাদেশে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়েছিল। সহজ সফর এর দুয়া জারি রেখেছিলাম। উনাদের সফর সংগীরসঙ্গীর দুইজন ভালো মানুষ অতি আদরে আমার আব্বা আম্মাকে উনাদের বাসায় নিয়ে যান,এমনকি ওই দেশে থেকেই উনারা গাড়ির ব্যবস্থা করেন। সুবহানাল্লাহ। এসব আমার রবের দয়া ছাড়া আর কি হতে পারে। আল্লহু আকবার। এতটা পথ জার্নি করে আবার গ্রামের পথে রওনা দিলে আব্বা আম্মার খুব কষ্ট হয়ে যেত। আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ওই মানুষ গুলির উপর রহম করুন,যারা আমার আব্বা আম্মাকে এত মুহাব্বাত করেছেন। অনেক কথা ই লিখা হয়নি। অনুভূতি গুলিঅনুভূতিগুলো কি আর লিখা যায়! আব্বা আম্মার হাজ্জ কবুলের জন্য দুয়া করেছি। রব যেন উত্তম রূপে কবুল করেন। সেই সাথে দুনিয়ার সেই সকল মানুষ দের হাজ্জ করার তাওফিক দিন যারা হাজ্জ পালনের তামান্না রাখেন অন্তরে।

শেষ এ এতটুকু বলতে চাই আব্বা আম্মা এমন নিয়ামাহ যার কোনো তুলনা হয়না। তাই আব্বা আম্মার জন্য বেশি বেশি দুয়া করা। কুরআন এ আমাদের দুয়া করা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

وَا خْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

"তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও আর বল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন।'" (সূরা আল ইসরা : আয়াত ২৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরো দুয়া শিখিয়েছেন যা কুরআন এ উল্লেখ করা আছে।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

"হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাব গ্রহণের দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে আর মু'মিনদেরকে ক্ষমা করে দিও" (সূরা ইবরাহিম : আয়াত ৪১)

এই আয়াতে নিজের জন্য,পিতা-মাতার জন্য ও মু'মিন দের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার কথা উল্লেখ করা আছে।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান জান্নাত

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, অতঃপর সেখানে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'এই ব্যক্তি (তিলাওয়াতকারী) কে?' ফেরেশতাগণ বললেন, 'হারিসা ইবনে নুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু।' (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন,) 'পুণ্যের প্রতিদান এরূপই। সে ছিল তার মায়ের সাথে সর্বাপেক্ষা সদাচরণকারী।

(আল-মুস্তাদরাক, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরূত, ৪ খ, প. ১১৫।)

ইয়ামেনে উওয়াইস করনি নামে একজন মুসলমান বাস করতেন। মায়ের খেদমতে মশগুল থাকার ফলে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষৎ করতে পারেননি। কিন্তু মায়ের খেদমতের বদৌলতে আল্লাহর দরবারে তাঁর মর্যাদা ছিল অনেক উর্ধ্বে। তিনি ছিলেন মুসতাজাবুদ দাওয়াত। অর্থাৎ তাঁর দুআ কবুল করা হতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে বলেন, 'সম্ভব হলে তাকে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অবেদন করবে।' উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ইয়ামেনের একটি সাহায্যকারী দলের সাথে তিনি খলিফার দরবারে আসেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট দুআ চাইলে তিনি তাঁর জন্য দুআ করেন।" মায়ের খেদমতের সুবাদেই তিনি এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

সুতরাং পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে

পিতা-মাতার খিদমতের পার্থিব পুরস্কার

পিতা-মাতার খিদমত ও অনুগত হওয়ার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভ। এ তো আখিরাতের পুরস্কার। কিন্তু যারা খাটি অন্তরে মাতা-পিতার খিদমত করে ও অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এ দুনিয়াতেও তাদের পুরস্কৃত করেন। বস্তুত নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার স্বয়ং নিজের সাথীদেরকে তিন ব্যক্তির চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেন।

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, ‘তোমাদের পূর্বের যুগে তিন ব্যক্তির একটি দল কোথাও যাত্রা করেছিল, যাত্রাপথে রাত যাপনের জন্য একটি গুহাতে তারা আগমন করে এবং তাতে প্রবেশ করে। অকস্মাৎ পাহাড় থেকে একটি পাথর খসে পড়ে এবং বন্ধ করে দেয় তাদের উপর গুহামুখ। এমন অসহায় অবস্থায় তারা বলাবলি করছিল, তোমাদেরকে এ পাথর হতে মুক্ত করতে পারবে—এমন কিছুই হয়ত নেই। তবে যদি তোমরা নিজ নিজ নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া কর—নাজাত পেতে পার। তাদের একজন বলল : হে আল্লাহ ! আমার বয়োবৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন, আমি তাদেরকে খাবার দেওয়ার পূর্বে আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্য—স্ত্রী-সন্তান ও গোলাম-পরিচারকদের কাউকে রাতের খাবার—দুগ্ধ—পেশ করতাম না। একদিনের ঘটনা : ঘাসাচ্ছাদিত চারণভূমির অনুসন্ধানে বের হয়ে বহু দূরে চলে গেলাম। আমার ফেরার পূর্বেই তারা ঘুমিয়ে পরেছিলেন। আমি তাদের জন্য—রাতের খাবার—দুগ্ধ দোহন করলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম তারা ঘুমাচ্ছেন। তাদের আগে পরিবারের কাউকে- স্ত্রী-সন্তান বা মালিকানাধীন গোলাম-পরিচারকদের দুধ দেয়াকে অপছন্দ করলাম। আমি—পেয়ালা হাতে—তাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম, এতেই সকাল হয়ে গেল। অতঃপর তারা জাগ্রত হলেন এবং তাদের—রাতের খাবার—দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ ! আমি এ খেদমত যদি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি, তাহলে এ পাথরের মুসিবত হতে আমাদের মুক্তি দিন। তার এই দোয়ার ফলে পাথর সামান্য সরে গেল, এভাবে বাকি ২ জন ব্যাক্তি ও উত্তম কাজের উসিলা করে দু'আ করলেন ফলে আল্লাহর রহমতে গুহার মুখ খুলে গেল। সুবহানাল্লাহ। পিতা-মাতার প্রতি এই কর্তব্য পালন ওই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ই করেছিলেন যা তাকে বিপদমুক্ত করতে সাহায্য করেছিল।

পিতা-মাতার বদলা

পিতার বদলাঃ

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.

অনুবাদ : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সন্তানের পক্ষে তার পিতার প্রতিদান শোধ করা সম্ভব নয়। তবে সে তাকে দাসরূপে পেয়ে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করে দিলে তার প্রতিদান হতে পারে (মুসলিম, দারিমী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, তাহাবী)।

মায়ের বদলাঃ

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُولُ: إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّلُ إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرِ

ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَتُرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ، فَأَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى، إِنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ تُكَفِّرَانِ مَا أَمَامَهُمَا.

অনুবাদ : আবু বুরদা (রহঃ) বলেন, তিনি ইবনে উমার (রাঃ)-এর সাথে ছিলেন। ইয়ামনের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর বলছিল, “আমি তার জন্য তার অনুগত উটতুল্য ও আমি তার পাদানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি”। অতঃপর সে ইবনে উমার (রাঃ)-কে বললো, আমি কি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি। অতঃপর ইবনে উমার (রাঃ) তাওয়াফ করলেন। তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে দুই রাকআত নামায পড়ার পর বলেন, হে আবু মূসার পুত্র প্রতি দুই রাকআত নামায পূর্ববর্তী পাপের কাফফারা

(বায়হাকী, কানযুল উম্মাল)

সুতরাং হাদিস থেকে বোঝা যায় পিতা-মাতার বদলা হয়না। আল্লাহর পরে যারা আমাদের জন্ম থেকে অতুলনীয় কষ্ট, পরিশ্রম, ত্যাগ করে যাচ্ছেন তাদের কি বদলা হয়! এই পৃথিবীতে নি:স্বার্থ ভালোবাসা, আদর-যত্ন, আগলে রাখার মনোভাব শুধু পিতা-মাতার দ্বারা ই সম্ভব।

জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা

قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ " .

অনুবাদ : আবুদ দারদা (রাঃ) বললেন, রাসূলল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি বলতে শুনেছিঃ জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা হচ্ছে বাবা। তুমি ইচ্ছা করলে এটা ভেঙ্গে ফেলতে পার অথবা এর রক্ষণাবেক্ষণও করতে পার।

জামে আত তিরমিজি (১৯০০)

হযরত ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির মা ইন্তেকাল করার ফলে তিনি কাদছিলেন, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, " আপনি কাদছেন কেন?" তিনি বললেন, আমার জন্য জান্নাতে যাওয়ার দুটি পথ খোলা ছিল, তার মধ্যে একটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পিতা-মাতার বদ দুয়া কে ভয় করুন

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিন প্রকারের দু'আ অবশ্যই মঞ্জুর করা হয়, তাতে কোন রকম সন্দেহ নেই। নির্যাতিত ব্যক্তির দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের প্রতি বাবার বদ-দু'আ।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (৩৮৬২)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ، كَانَ يُصَلِّي، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي. فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ. وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَمُ قَالَ الرَّاعِي. قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ طِينٍ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ. فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ ـ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَمَصُّ إِصْبَعَهُ ـ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ. فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَهَذِهِ الأَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ. وَلَمْ تَفْعَلْ ".

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তিনজন শিশু ছাড়া আর কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। ঈসা ('আঃ), দ্বিতীয় জন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে 'জুরাইজ' নামে ডাকা হতো। একদা 'ইবাদাতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না সালাত আদায় করতে থাকব। তার মা বলল, হে আল্লাহ্! ব্যাভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার 'ইবাদতখানায় থাকত। একবার তার নিকট একটি নারী আসল। তার সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। অতঃপর নারীটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা

হলো এটি কার থেকে? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার ‘ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি গালাজ করল। তখন জুরাইজ উযূ সেরে ‘ইবাদত করল। অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করল হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল সেই রাখাল। তারা বলল, আমরা আপনার ‘ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে। (তৃতীয় জন) বনী ইসরাঈলের একজন নারী তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। নারীটি দু’আ করল, হে আল্লাহ্! আমার ছেলেটি তার মত বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরালো। আর বলল, হে আল্লাহ্! আমাকে তার মত করো না। অতঃপর মুখ ফিরিয়ে স্তন্য পান করতে লাগল। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি যেন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখতে পাচ্ছি তিনি আঙ্গুল চুষছেন। অতঃপর সেই নারীটির পার্শ্ব দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। নারীটি বলল, হে আল্লাহ্! আমার শিশুটিকে এর মত করো না। শিশুটি তাৎক্ষণিক তার মায়ের স্তন্য ছেড়ে দিল। আর বলল, হে আল্লাহ্! আমাকে তার মত কর। তার মা বলল, তা কেন? শিশুটি বলল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের একজন। আর এ দাসীটির ব্যাপারে লোকে বলেছে তুমি চুরি করেছ, যিনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি।

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৪৩৬

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সুতরাং পিতা-মাতার সাথে এমন আচরণ করা যাবেনা,যাতে তারা কষ্ট পেতে পারেন। সর্বদা উত্তম আচরণ ও বিনয় অবলম্বন করে চলতে হবে। কারণ তাদের বদ দুয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়।

অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি আচরণ

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আমার মা শপথ করেন আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করা পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না।

আল্লাহ তখন অবতীর্ণ করেন,

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার অংশীদার স্থির করার জন্য যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। কিন্তু পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে। যে আমার অভিমুখী হয় তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা যা করছিলে।" (সূরা লুকমান আয়াত ১৫)

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'কোনো মা-বাবা সন্তানকে আল্লাহর অবাধ্য হতে বললে সে তাদের আনুগত্য করবে না। তবে তাদের এই নির্দেশ পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।' ইমাম তাবারি (রহ.) বলেন, 'অমুসলিম মা-বাবার যে নির্দেশ আল্লাহর আনুগত্যের পথে প্রতিবন্ধক নয় তা অনুসরণ করাও সন্তানের জন্য আবশ্যক।'

আলোচ্য আয়াত ও হাদিস থেকে বোঝা যায়, মা-বাবা অমুসলিম হলেও সন্তান তাদের সঙ্গে সদাচরণ করবে।

আল্লাহর অবাধ্যতার প্রশ্ন না থাকলে তাদের নির্দেশ মান্য করবে। ঈমান ও ইসলামের হুমকি না থাকলে অমুসলিম মা-বাবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.)-এর যুগে আমার মা রাগিবা (অমুসলিম) আমার কাছে এলেন। আমি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তার সঙ্গে কি আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখব? তিনি বললেন, হ্যাঁ।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯৭৮)

এই ক্ষেত্রে অমুসলিম ও মুরতাদ (ইসলামচ্যুত) মা-বাবার মধ্যে পার্থক্য আছে। শরিয়তে মা-বাবা যদি মুসলিম থেকে মুরতাদ হয়ে যায় তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না।

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন, ‘কেউ ইসলাম থেকে বিচ্যুত হলে তাকে তওবার আহ্বান করা হবে। সে তওবা করলে তার সঙ্গে মুসলমানের মতো আচরণ করা হবে।

"আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর মায়ের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা"

আবু হুরায়রা তার মাকে আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানালে তার মা রাসুলের প্রতি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করলেন। এতে হযরত আবু হুরায়রা ভীষণ মর্মাহত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাসুলের দরবারে উপস্থিত হলেন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছো কেন? তিনি বললেন, আমি সব সময় আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দেই; কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন। প্রতিদিনের মতো আজও আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলাম। এরপর তিনি আপনার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেছেন যা আমাকে ভীষণ পীড়া দিয়েছে। ইয়া রাসুলাল্লাহ! দু’আ করুন আল্লাহ যেন আমার মায়ের হৃদয়কে ইসলামের আলোকে আলোকিত করে তুলেন। তখন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’আ করলেন- ‘হে আল্লাহ! আবু হুরায়রার মাকে হেদায়াত দান করুন।’

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেন আমি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর সুসংবাদ নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমার মা গোসল শেষ করে দোপাট্টা পরিধান করে দরজা খুলে দিলেন। অত:পর বললেন, 'আবু হুরায়রা ' "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল"

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেন,মায়ের মুখে একথা শুনে আমি আনন্দে ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে বললাম, আল্লাহর রাসুল! আমি আপনাকে সুসংবাদ শুনাতে এসেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আপনার দু'আ কবুল করেছেন। তিনি আমার মা কে হিদায়াত দান করেছেন। একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং আমাকে নসিহত করলেন।

এরপর আমি আরয করলাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি দুআ করুন যেন আল্লাহ আমাকে এবং আমার মাকে সকল মুমিনের প্রিয় বানিয়ে দেন।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন, 'হে

আল্লাহ! আবু হুরাইরা ও তার মায়ের প্রতি ভালোবাসা সকল মুমিনের অন্তরে সৃষ্টি করে দিন এবং তাদের উভয়ের অন্তরেও সকল মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন।'

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ দুআর পর যে মুসলমানই আমাকে দেখেছে অথবা আমার কথা শুনেছে সেই আমাকে ভালোবেসেছে।

(মুসলিম শরিফ, হাদিস নং ২৪৯১)

মা-বাবা অমুসলিম বা মুরতাদ হলেও তাদের গালমন্দ করা যাবে না। সমাজে তাদের অসম্মান করা যাবে না। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, 'কবিরা গুনাহর একটি হলো মা-বাবাকে গালি দেওয়া।'

(সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৯০)

- অমুসলিম মা-বাবার জন্য মুসলিম সন্তানের প্রধান করণীয় হলো, তাদের ঈমান ও সুপথ প্রাপ্তির জন্য দোয়া করা, সদাচরণের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য তাদের সামনে তুলে ধরা।

মাতা-পিতার জন্য অর্থ ব্যয়

যেভাবে সন্তানের ওপর মাতা-পিতার অধিকার রয়েছে সেভাবে সন্তানের সম্পদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ -

'হে নবি! লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কি ব্যয় করবো? আপনি তাদেরকে বলে দিন, যে মালই তোমরা ব্যয় করো না কেন? তার প্রথম হকদার হলো তোমার মাতা-পিতা। (সূরা বাক্বারা : ২১৫)

এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বললো, 'আমার পিতা তার ইচ্ছামতো আমার সম্পদ ভোগ করেন।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতাকে ডাকলেন। লাঠি ভর করে এক দুর্বল বৃদ্ধ হাযির হলেন। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

বৃদ্ধলোকটি জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এক সময় আমার এ ছেলে দুর্বল, অসহায় ও কপর্দকহীন ছিল। আমি তখন ছিলাম শক্তিশালী ও বিত্তশালী। আমি কখনও তাকে আমার সম্পদ নিতে বাধা দেইনি। আজ আমি দুর্বল ও কপর্দকহীন, সে শক্তিশালী ও বিত্তশালী। এখন তার সম্পদ আমাকে দেয় না।' একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। —(ইবনে মাজাহ)

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে হাসান বসরি রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'তোমার মালিকানাধীন সম্পদ তাদের প্রয়োজন-মাফিক ব্যয় করবে। তারা যা আদেশ করেন তা যদি গুনাহের কাজ না হয়, তা মেনে চলবে। —(আদ দুররুল মানসুর, ৫খ, পৃ. ২৪৯)

মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর সন্তানের করণীয়

আবু উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় সালামা গোত্রের একব্যক্তি এসে বললো, 'হে আল্লাহর রাসুল! মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর তাদের সাথে আমার সদ্ব্যবহার করার কিছু অবশিষ্ট আছে কি?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, আছে। ৪টি কাজের মাধ্যমে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখতে পার-

১. তাদের জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

২. তাদের মৃত্যুর পর তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ পূর্ণ করা।

৩. তাদের সাথে যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করা।

৪. তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

(আবু দাউদ ৪ খ, পৃ. ৩৩২, হাদিস নং ৫১৪২, আল-মুস্তাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫৪)

মাতা-পিতার জন্য দুআ করা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে মানুষের মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে, 'এই মর্যাদা বৃদ্ধি কীভাবে হলো?' বলা হবে, 'তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার বদৌলতে।'

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ মারা যাওয়ার পর তার সমস্ত নেক আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি নেক আমল যা তার মৃত্যুর পরও চালু থাকে-

১. সদকায়ে জারিয়া। (মসজিদ, মাদরাসা ও জনকল্যাণমূলক কাজ প্রভৃতি)

২. তাঁর রেখে যাওয়া জ্ঞান ভাণ্ডার যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।

৩. তার সৎ সন্তান যারা তার জন্য দুআ করতে থাকে।

(মুসলিম শরিফ, ৩খ, পৃ. ১২৫৫ হাদিস নং ১৬৩১)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো মাতা-পিতা উভয়ে অথবা একজন এমতাবস্থায় ইন্তেকাল করলো যে, সে তাদের অবাধ্য ছিল। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর সে তাদের জন্য সর্বদা দুআ ও ইস্তিগফার করতে থাকে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাকে নেককার লোকদের মধ্যে শামিল করে নেন।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ৪২১)

কুরআনে বর্ণিত কিছু দুয়া:

দু'আ : ১

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন

(সূরা ইসরা, আয়াত : ২৪)

দু'আ : ২

رَبِّ اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন।

(সূরা নূহ, আয়াত : ২৮)

দু'আ : ৩

رَبِّ اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিয়েন।

(সুরা ইব্রাহিম, আয়াত : ৪১)

দু'আ : ৪

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন এবং যারা আমাদের পূর্বে ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকেও ক্ষমা করুন।

(সুরা হাশর, আয়াত : ১০)

দু'আ: ৫

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে আর তাদের পিতৃপুরুষ, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদির মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকেও চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান যার ওয়াদা তুমি তাদেরকে দিয়েছ; তুমি মহা পরাক্রমশালী, মহা বিজ্ঞ।"

(সূরা গাফির আয়াত ৮)

কবর যিয়ারতের দু'আ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ " .

.

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ একদা রাসূল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্বরব যিয়ারত করতে গিয়ে বললেনঃ"হে মৃত্যুবাসিন্দা মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে অচিরেই মিলিত হবো।"

(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩২৩৭)

মাতা-পিতার ঋণ পরিশোধ করা

হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম। তখন একজন মহিলা তাঁর খেদমতে এসে আরয করলো, 'আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছি। ইতোমধ্যে তিনি ইন্তেকাল করেছেন।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'দাসী দান করার প্রতিদান তুমি অবশ্যই পাবে এবং মিরাস হিসেবে দাসিটিও তুমি ফেরত পাবে। মহিলা আরয করলো, 'হে আল্লাহর রাসুল! তাঁর যিম্মায় এক মাসের রোযা রয়ে গেছে, আমি কি তার পক্ষ থেকে সে রোযা কাযা আদায় করবো?' তিনি বললেন, 'তুমি তার কাযা রোযা আদায় করো।' সে বললো, 'আমার মা কখনও হজ করেননি, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করবো?' তিনি বললেন, 'তুমি তার পক্ষ থেকে হজ করো।

(মুসলিম শরীফ,২খ,পৃ.৮০৫, হাদিস নং ১১৪৯)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরয করলো, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তার যিম্মায় এক মাসের রোযা রয়ে গেছে। আমি কি তাঁর রোযাগুলো আদায় করবো?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার মায়ের যদি কোনো ঋণ থাকতো, তুমি কি তা পরিশোধ করতে না?' লোকটি বললো, 'হ্যাঁ, পরিশোধ করতাম।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর ঋণ সর্বাগ্রে পরিশোধযোগ্য।'

মাতা-পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার পিতার বন্ধুদের ব্যাপারে যত্নবান হও। তাদের সাথে সম্পক ছিন্ন করো না, (যদি ছিন্ন করো) তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার নুর বিলুপ্ত করে দেবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরও বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা বড়ো সৎকাজ হচ্ছে, পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। (মুসলিম শরিফ, ৪খ, পৃ. ১৯৭৯।)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আরব বেদুইন তাঁর সাথে মক্কার পথে মিলিত হলো। ইবনে উমর তাকে সালাম দিলেন এবং তার সাওয়ারি গাধার উপর তাকে তুলে নিলেন। তিনি নিজের মাথার পাগড়িও তাকে দিয়ে দিলেন। (তার এক সফরসঙ্গী) ইবনে দিনার বলেন, আমরা তাকে (আবদুল্লাহকে) বললাম, 'আল্লাহ তাআলা আপনাকে কল্যাণ দান করুন। তারা তো গ্রামবাসী। তারা অল্প কিছু পেলেই তাতে সন্তুষ্ট হয়। (দু- দিরহাম দিয়ে দিলেই তো যথেষ্ট হতো, এতো সমাদরের কি দরকার ছিল?)' আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ লোকটির পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তির সর্বোত্তম সৎকাজ হচ্ছে পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। (নাদরাতুন নাইম ৩খ, পৃ. ৭৭৪।)

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি মদিনায় এলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'আবু দারদা! তোমার নিকট কেন এসেছি তা কি তুমি জান?' আমি বললাম, 'তো তা জানি না।' ইবনে উমর বললেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার মৃত পিতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে চায়, তার উচিত, পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুন্দর আচরণ করা।' এরপর তিনি বললেন, 'ভাই! আমার পিতা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আপনার পিতার ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমি সেই বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তার হক আদায় করতে চাই।'

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রেহেম'(আত্মীয়তা) শব্দটি রহমান থেকে উদ্ভূত। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবো। আর যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করবো। (বুখারি শরীফ)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, যে আমার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন।'

জুবায়ের ইবনে মুতয়িম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারি শরিফ, হাদিস নং ৫৯১১)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়, যে শুধু বিনিময়স্বরূপ তা রক্ষা করে, বরং সে ব্যক্তিই আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে তা পূনঃস্থাপন করে। (মুসলিম শরিফ, হাদিস নং ২৫৫৮)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় জীবিকার বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।'

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আল্লাহ, আমি রহমান। রেহম (আত্মীয়তা)-কে আমিই সৃষ্টি করেছি। আর রেহম শব্দটি আমি আমার (রহমান) নাম থেকে নিঃসৃত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে সংযোজিত করবে, আমি তাকে (আমার রহমতের সাথে) সংযোজিত করবো। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে ছিন্ন করবে; আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেব। (আবু দাউদ, হাদিস নং ১৬৯৪)

আবদুল্লাহ ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'সে সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয় না, যাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান রয়েছে। (মিশকাতুল মাসাবিহ)

হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বিদ্রোহ করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা অপেক্ষা কোনো পাপই এত জঘন্য নয় যে, এ পাপীকে আল্লাহ তাআলা শীঘ্রই এ পৃথিবীতে শাস্তি প্রদান করেন এবং পরকালেও তার জন্য তা জমা করে রাখেন। (আবু দাউদ,ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা: বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার পাপ এতই জঘন্য যে, দুনিয়াতে শীঘ্রই এ পাপের শাস্তি প্রদান করা হবে। কিন্তু দুনিয়াতে শাস্তি দেয়ার মাধ্যমেই এ পাপ মোচন হবে না, বরং পরকালেও এর জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের বংশসমূহের এ পরিমাণ পরিচয় অর্জন করো, যাতে তোমরা নিজেদের আত্মীয়তার হক আদায় করতে পার। কেননা, আত্মীয়তা রক্ষা করার মাধ্যমে আপনজনদের মাধ্যে সম্প্রীতি অর্জিত হয়, ধন- সম্পদ ও হায়াত বৃদ্ধি পায়।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরয করলো, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি একটি জঘন্য পাপ করেছি। আমার তওবার কোনো ব্যবস্থা আছে কি?' তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মা জীবিত আছে কি?' সে বললো, 'না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কোনো খালা জীবিত আছে কি?' সে বললো, 'হ্যাঁ।' তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যাও, তাঁর খেদমত করো।' ব্যাখ্যা: তওবা ছাড়া কবিরা গুনাহ মাফ হয় না। আর মায়ের অবর্তমানে খালার সাথে সদাচরণ করা তওবা কবুল হওয়ার জন্য সহায়ক। তাই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালার খেদমত করার আদেশ করেছেন।

সাইদ ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পিতার অধিকার যেমন সন্তানের উপর রয়েছে, তেমনি ছোট ভাইয়ের ওপরও বড়ো ভাইয়ের অধিকার রয়েছে।'

অবাধ্য সন্তান জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পাঁচশ' বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। (কিন্তু তিন ব্যক্তি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না) ১. যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়। ২. মাতা- পিতার অবাধ্য সন্তান। ৩. যে ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্থ। '

(আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ৩ খ, পৃ. ৩২৭)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা এক জায়গায় একত্র হয়েছিলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের মাঝে এসে বললেন, 'হে মুসলিম জনসমষ্টি! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখো। কেননা সম্পর্ক অটুট রাখার চাইতে দ্রুত কবুলযোগ্য সওয়াবের কাজ আর নেই। আর তোমরা বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করা থেকে দূরে থাকো। সীমালঙ্ঘন করার চাইতে দ্রুত শাস্তিযোগ্য অপরাধ আর নেই। তোমরা মাতা-পিতার নাফরমানি করা থেকে দূরে থাকো। কেননা, এক হাজার বছরের রাস্তা থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর কসম! মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, বৃদ্ধ ব্যাভিচারী এবং গর্বভরে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। '

(আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ৩ খ, পৃ. ৩২৯-৩০)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন শ্রেণির লোকের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না—

১. মাতা-পিতাকে কষ্টদানকারী অবাধ্য সন্তান।

২. পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী।

৩. দাইয়্যুস।

আর তিন শ্রেণির লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না-

১. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান।'

২. মদপানে আসক্ত ব্যক্তি।

৩. দান করে খোঁটাদানকারী।

(নাসায়ি শরিফ)

মাতা-পিতার নাফরমানি জান্নাতের পথে বাধা

আমর ইবনে মুররা আল জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরয করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসুল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, নিজের সম্পদের যাকাত দিই, রমযানের রোযা রাখি।' তার একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে ব্যক্তি এসব কাজের উপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করল, সে কেয়ামতের দিন নবি, সিদ্দিক ও শহিদদের সাথে এমনভাবে অবস্থান করবে (একথা বলে তিনি হাতের পাশাপাশি দুটি আঙ্গুল উঠিয়ে দেখালেন)। তবে শর্ত হলো, সে যেন মাতা- পিতার নাফরমান ও অবাধ্য না হয়।

(আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, ৩খ, পৃ. ৩২৯; তাবারানি, বনু খুযাইমা ও ইবনে হিব্বান)

ব্যাখ্যা: মাতা-পিতার নাফরমান ও অবাধ্য না হওয়া জান্নাতে যাওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং ইমান ও আমলে সালেহ থাকা সত্ত্বেও মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে যেতে পারবে না।

মাতা-পিতার নাফরমানদের ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তির ইবাদত বন্দেগি ও দান-সাদাকা কোনোটাই কবুল করেন না। তারা হচ্ছে-

১. মাতা-পিতার নাফরমান।

২. দান করে খোঁটা দানকারী।

৩. তাকদীর অস্বীকারকারী।

(আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, ৩ খ. পৃ. ৩২৭।)

পরিবার থেকে বহিষ্কার করলেও মাতা-পিতার নাফরমানি করা যাবে না। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি আদেশ প্রদান করেন। তন্মধ্যে দুটি হলো—

১. আল্লাহর সাথে কখনো কাউকে শরিক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

২. কখনো মাতা-পিতার নাফরমানি করো না, যদিও তারা তোমাকে নিজের সম্পদ ও পরিবার-পরিজন থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

(আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, ৩ খ, পৃ. ৩২৯)

নাফরমান সন্তানের ধ্বংস অনিবার্য

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তার নাক ধুলিমলিন হোক। তার নাক ধূলিমলিন হোক! তার নাম ধুলিমলিন হোক!' জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসুল! কে সে? (অর্থাৎ কার ব্যাপারে আপনি এমন আক্ষেপ প্রকাশ করছেন?) তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি মাতা-পিতা উভয়কে অথবা তাদের কোনো একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেলো অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না। (মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-২৫৫১)

কাব ইবনে উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা মিম্বরের কাছে এসো জামায়েত হও।' আমরা সকলে মিম্বরের কাছে এসে জামায়েত হলাম। তিনি মিম্বরের প্রথম ধাপে আরোহণ করে বললেন, 'আমিন।' দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করে পুনরায় বললেন, আমিন। তৃতীয় ধাপে আরোহণ করে আবারো বললেন, 'আমিন।' তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করার পর আমরা তাঁর নিকট আরয করলাম, 'আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কিছু কথা শুনেছি যা ইতোপূর্বে কখনো শুনিনি।' তিনি বললেন, 'জিবরাইল আলাইহিস সালাম (এইমাত্র) আমাকে এসে বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে রমযান মাস পেয়েছে, অথচ তার গুনাহ মাফ হয়নি। আমি বললাম আমিন (আল্লাহ কবুল করুন)। আমি দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করলে তিনি (জিবরাইল আ.) বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে দরুদ পড়ল না। আমি বললাম, আমিন। আমি মিম্বরের তৃতীয় ধাপে আরোহণ করলে জিবরাইল আলাইহিস সালাম

বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে মাতা-পিতা উভয়কে অথবা তাদের কোনো একজনকে পেল, অথচ সে জান্নাত অর্জন করতে পারলো না। আমি বললাম, আমিন।

(আল-মুস্তাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫৪। ইবনে হিব্বান, ১ খ., পৃ. ৩১৫)

ব্যাখ্যা: বৃদ্ধ বয়সে মানুষ দ্রুত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। শরীর ক্রমাগত শক্তিহীন, দুর্বল ও নিস্তেজ হতে থাকে। কর্মক্ষমতা ও আত্মনির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলে। এমনকি একপর্যায়ে চলাফেরা করার ক্ষমতাও তাদের থাকে না। তখন দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব তাদেরকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে তারা পরনির্ভরশীল তথা সন্তান-সন্ততির ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অপরদিকে বার্ধক্যের চাপে ও চতুর্মুখী রোগ-যাতনায় তাদের মেজায খিটখিটে, কথাবার্তা কর্কশ, আচার-আচরণ রূঢ় হয়ে যায়। এ সময়টা হয় মানুষের জন্য চরম দুর্দিন। বান্দার এ অসহায় ও দুর্দিনে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি বিশেষ করুণার হাত প্রসারিত করেন এবং দয়া ও রহমতের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফলে সন্তানের জন্য মাতা-পিতার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাদের অসন্তুষ্টিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি হিসাবে পরিগণিত করা হয় এবং তাদেরকে সন্তানের জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ মাতা-পিতার এ কঠিন মুহূর্তে তারা যে সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট হন আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য জান্নাতের ফায়সালা করে দেন।

পক্ষান্তরে যে সন্তান তার অস্তিত্ব, জন্ম, শৈশব ও কৈশোর জীবনে তার জন্য মাতা-পিতার সীমাহীন ত্যাগের কথা ভুলে গিয়ে তাদের অবাধ্য হয় এবং তাদের নাফরমানি করে ও তাদের মনে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে তার জন্য জাহান্নামের ফায়সালা করে দেন।

বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে বা তাদের কোনো একজনকে পেয়েও যারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি তারা ধ্বংস হোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ কথাটি জিবরাইল আ. বললেও এ কথাটা জিবরাইল আ.-এর নয় বরং এটা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার ফায়সালা। জিবরাইল আ. তো হচ্ছেন বাণীবাহক মাত্র। আল্লাহ তাআলার এ ফায়সালার প্রতি জিবরাইল আ.-এর পূর্ণ সমর্থন ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ফায়সালাকে বিনা বাক্যে গ্রহণ করেছেন, বরং তিনি এর সাথে পূর্ণ একাত্ম হয়ে এ ফায়সালা কার্যকরী করার জন্য আমিন বলে আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। উম্মতের শাস্তির কথা শুনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। উম্মতের ইহকাল ও পরকালীন সুখ-শান্তি ও কল্যাণ সাধন করাই ছিল তাঁর নবুয়্যতি জীবনের মিশন। তা সত্ত্বেও মাতা-পিতার নাফরমান এবং তাদের মনে কষ্ট দানকারী

সন্তানের ধ্বংসের জন্য তিনি বদদোয়া করেছেন। কাজেই তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তবে যদি তারা তওবা করে এবং নিজেদের ভুল স্বীকার করে মাতা-পিতার পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়, তাদের সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করে। আর মাতা-পিতা মারা গেলে নিজেদের কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর দরবারে খালেসভাবে তওবা করে, মাতা-পিতার জন্য দুআ ও দান-সাদাকা করতে থাকে এবং মাতা-পিতার পক্ষের আত্মীয় স্বজনের সাথে ও মাতা-পিতার বন্ধু-মহলের সাথে সদ্ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে আশা করা যায় যে, তারা অনিবার্য ধ্বংস থেকে রেহাই পাবে।

পিতামাতার সাথে আচার-আচরণের লক্ষণীয় দিক

এখানে কতগুলো আদব বা শিষ্টাচারের বিষয় রয়েছে, যেগুলো আমাদের জন্য মেনে চলা উচিত এবং পিতা-মাতার সাথে সে অনুযায়ী আচরণ করলে আমাদের জন্য তা যথাযথ হবে। আমরা আশা করতে পারি যে, আমরা তাদের কিছু ঋণ পরিশোধ করতে পারব এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর তাদের ব্যাপারে যা ওয়াজিব (আবশ্যক) করে দিয়েছেন তার কিছু হলেও বাস্তবায়ন করতে পারব, যাতে আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে খুশি করতে পারি, আমাদের হৃদয় উদার ও প্রশস্ত হয়, আমাদের জীবন পবিত্র হয়, আমাদের কর্মকাণ্ডসমূহ সহজ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের হায়াতে (জীবনকালে) বরকত দান করেন।

সে আদব তথা শিষ্টাচার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্য থেকে কিছু বিষয় নিম্নরূপ-

১. পিতামাতার আনুগত্য করা ও তাদের সাথে অবাধ্য আচরণ থেকে বিরত থাকা।

২. তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা।

৩. বিনয় ও নম্রতার ডানা বিছিয়ে দেওয়া।

৪. তাদেরকে ধমক দেওয়া থেকে দূরে থাকা।

৫. তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা।

৬. তাদের নির্দেশে খুশি হওয়া এবং তাদের কারণে রাগ ও দুঃখ প্রকাশ পরিহার করা।

৭. তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

৮. তাদের প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করা।

৯. তাদের সামনে আদব ও সম্মান রক্ষা করে বসা।

১০. সেবা অথবা কোনো অবদানের ক্ষেত্রে খোঁটা পরিহার করা।

১১. মায়ের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

১২. কাজের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করা।

১৩. তাদেরকে বিরক্ত করা থেকে দূরে থাকা।

১৪. তাদের সামনে তর্ক-বিতর্ক করা ও ঝগড়া-বিবাদের উসকানি দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

১৫. তাদের ডাকে দ্রুত সাড়া দেওয়া।

১৬. সন্তানদেরকে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে অভ্যস্থ করা।

১৭. পিতামাতার মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হলে তাদের মাঝে শান্তিপূর্ণ সমাধান করে দেওয়া।

১৮. তাদের নিকট প্রবেশ করার সময় অনুমতি প্রার্থনা করা।

১৯. তাদেরকে সবসময় আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

২০. তাদের থেকে অনুমতি গ্রহণ করা এবং তাদের মতামত চাওয়া।

২১. তাদের সুনাম রক্ষা করা।

২২. তাদের নিন্দা করা ও মনে আঘাত দেওয়া থেকে দূরে থাকা।

২৩. তারা নির্দেশ না দিলেও এমন কাজ করা, যা তাদেরকে আনন্দ দেয়।

২৪. তাদের স্বভাব ও মেজাজ বুঝা এবং সেই অনুযায়ী তাদের সাথে ব্যবহার করা।

২৫. তাদের জীবদ্দশায় তাদের জন্য বেশি বেশি দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

২৬. তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য নিচের কাজগুলো করা-

ক. সন্তান স্বয়ং নিজেই ভালো হয়ে যাবে। অর্থাৎ গোনাহমুক্ত জীবন যাপন করা।

খ. তাদের জন্য বেশি বেশি দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

গ. তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

ঘ. তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা।

৬. তাদের পক্ষ থেকে দান-সাদকা করা।

— এ হলো কতিপয় বিষয়, যেগুলোর দ্বারা আমরা যথাযথভাবে সুন্দর পদ্ধতিতে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে পারি।

যে আফসোস রয়েই যাবে

মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত জান্নাতুল ফিরদাউস। এই লক্ষ্য পূরণে আমরা কত কি করি। আমরা কি জানি এই জান্নাত আমাদের ঘরে! ***আমাদের পিতা-মাতা।***

" রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন" , সে ধ্বংস হোক, সে ধ্বংস হোক। বলা হল হে আল্লাহর রাসূল (সা.)কে ধ্বংস হবে? জবাবে তিনি বলেন, যে তার মাতা-পিতা দু'জনের একজনকে অথবা দু'জনকেই বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ তাদের সেবা করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না (সহিহ মুসলিম)।

জান্নাত কে যদি আমরা নিজেদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করার চেষ্টা করি তবে পিতা মাতার সেবা,তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

কেন বৃদ্ধাশ্রম?

কারণ সন্তানেরা এই পিতা মাতা নামক এই নিয়ামাত গুলি সম্পর্কে অজ্ঞ। বার্ধক্য অবস্থায় পিতা মাতাকে সন্তানেরা বোঝা মনে করে। অথচ হাদিসে বলা হয়েছে তার ধ্বংস হোক, যারা পিতা মাতাকে বার্ধক্যে পেয়েও তাদের সেবা করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না।

হয়ত এমন দিন আসবে যেদিন আব্বা বলে আম্মা বলে ডাক দিবেন! কিন্তু হায় আফসোস! আয় বাবা! আয় মা! এভাবে আদর করে বলার মত এই দুটি নিয়ামাত দুনিয়ায় থাকবেনা। তাই সময় থাকতেই সতর্ক হওয়া উচিত।

বৃদ্ধাশ্রমে নয় বরং সকল পিতা-মাতার স্থান যেন হয় সন্তানের অন্তরে। আর এই পিতা মাতার সেবা করার মাধ্যমে সন্তানেরা পেতে পারে জান্নাতুল ফিরদাউস এর চিরস্থায়ী নিয়ামাত ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্র:

- ইসলামে পিতা-মাতার অধিকার : আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য - আল্লামা তাকি উসমানী হাফিজাহুল্লাহ
- মাসিক আল কাউসার
- গুগল